সিরাজগঞ্জে অডিটের চরম মানসিক চাপে গ্রামীণ ব্যাংক শাখা ব্যবস্থাপকের আত্মহত্যা: অবরুদ্ধ ৩ অডিট অফিসার

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 08 October 2026, 08:23 AM | বিভাগ: সারাদেশ

শান্তিতে নোবেল জয়ী গ্রামীণ ব্যাংকের অভ্যন্তরে বইছে অশান্তির ঝড়।

শান্তিতে নোবেলজয়ী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার নিমগাছী শাখায় অডিটের চরম মানসিক চাপে মো. আব্দুস সালাম (৫০) নামের এক শাখা ব্যবস্থাপক গ্যাস ট্যাবলেট সেবন করে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর ২০২৬) রাতে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত আব্দুস সালাম পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে

কর্মস্থলের পাশেই একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

ব্যাংকের কর্মী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত কয়েক দিন ধরে নিমগাছী শাখায় অডিট কার্যক্রম চলছিল। এ সময় অডিট কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত চাপ ও তিরস্কারের মুখে মারাত্মক হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন শাখা ব্যবস্থাপক আব্দুস সালাম। সহকর্মীদের কাছে তিনি আকুতি করে বলছিলেন, “আমাকে বাঁচতে দেওয়া হলো না। আমি মারা যাব।” মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি দুটি গ্যাস ট্যাবলেট সেবন করলে পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা তাঁকে দ্রুত বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন, যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

ম্যানেজারের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে গ্রামীণ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মী ও বিক্ষুব্ধ জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা দায়িত্বরত তিন অডিট অফিসারকে অফিসে অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ওই তিন অডিট অফিসারকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নিয়ে যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গ্রামীণ ব্যাংকের একাধিক কর্মী জানান, ব্যাংকের অতিরিক্ত টার্গেট পূরণ, পকেট কিস্তি এবং বছরজুড়ে অডিটের যাতাকলে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চরম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকেন। সকাল ৬টা থেকে শুরু করে রাত ১০টা-১২টা পর্যন্ত কাজ করার পাশাপাশি শুক্র-শনিবার ছুটির দিনেও মাঠে বকেয়া আদায় করতে বাধ্য করা হয়। এই অমানবিক কাজের চাপের কারণেই আব্দুস সালামের মতো একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে বলে সহকর্মীরা অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের রায়গঞ্জ এরিয়া ম্যানেজার মো. মহিউদ্দিন বলেন, “অডিট অফিসাররা আসলে কিছু চাপ তো থাকবেই। কোনো অনিয়ম পেলে তারা কথা বলবেন এবং সদস্যদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন—এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের মাসিক পরিকল্পনা বা টার্গেট থাকতেই পারে।”

রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসানুজ্জামান জানান, ব্যাংক কর্মকর্তার আত্মহত্যার ঘটনায় স্থানীয়দের দ্বারা অবরুদ্ধ তিন অডিট অফিসারকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কেউ লিখিত অভিযোগ দেননি, অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, নোবেলজয়ী প্রতিষ্ঠানে এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় সুশীল সমাজে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাঠপর্যায়ের কর্মীদের ওপর অতিরিক্ত টার্গেট ও অডিটের নামে এমন

অমানবিক চাপ প্রয়োগ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন সচেতন মহল।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।